International Journal of Applied Research 2017; 3(12): 466-471

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2017; 3(12): 466-471
www.allresearchjournal.com
Received: 12-10-2017
Accepted: 14-11-2017

মানস কুমার ঘোষ
গবেষক, বিশ্বভারতী

Correspondence
মানস কুমার ঘোষ
গবেষক, বিশ্বভারতী

রঘুবংশের সঞ্জীবিনী টীকায় উল্লিখিত অমরকোষোদ্ধৃতির প্রামাণিকতা বিচার – এক সমীক্ষা

মানস কুমার ঘোষ

সারসংক্ষেপ
মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজিক প্রয়োজনেই মানুষকে একে অপরের সাথে বাগ্ ব্যবহার সম্পন্ন করতে হয়। আর ভাষা হল সেই পারস্পারিক মতবিনিময়ের প্রধান মাধ্যম। এই ভাষা হল শব্দনির্ভর। এই শব্দের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা থাকে অর্থ। এই শব্দরূপ পুষ্পদ্বারা গাঁথা হয় কাব্য। তাই কবির কাব্যিক ভাষাকে বুঝতে গেলে ভাষার উপাদান শব্দের অর্থকে জানা প্রয়োজন। মহাকবি কালিদাস সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মেতে রচনা করেছেন তাঁর কালজয়ী মহাকাব্য 'রঘুবংশ'। আর ব্যাখ্যাকার মল্লিনাথ মনস্বিতার অপার দৃষ্টান্ত রেখে এই মহাকাব্যের রসমাধুর্যকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে মহাকবির দুর্বোধ্য কাব্যিক ভাষা সুবোধ্য করার জন্য তিনি তাঁর 'সঞ্জীবিনী' টীকায় রঘুবংশের প্রতিটি শ্লোককে অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা করেছেন। এর সঙ্গে তিনি শ্লোকের ছন্দ, অলংকারেরও উল্লেখ করেছেন। আবার কখনও কখনও দর্শনশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, মীমাংসাশাস্ত্রের আলোচনাও তিনি করেছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ব্যাকরণের প্রসঙ্গ তিনি কদাপি বাদ দেননি। যা তাঁর টীকার একটি প্রধান বৈশিষ্ট। এর পাশাপাশি আরও একটি বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হল তিনি শ্লোকস্থ অধিকাংশ পদের অর্থ দেখিয়েছেন এবং সেই প্রসঙ্গে বিভিন্ন কোষগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। এর ফলে একদিকে যেমন তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন অপরদিকে তাঁর টীকা আরও সুসমৃদ্ধ হয়েছে। কোষগ্রন্থগুলির মধ্যে 'অমরকোষ' থেকেই তিনি সর্বাধিক উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছেন। এই অমরকোষের উদ্ধৃতিগুলির প্রামাণিকতা বিচারই হল আলোচ্য শোধপত্রের লক্ষ্য।

কূটশব্দঃ বামন, মন্ত্র, বেধা, ননু, শরজন্মা , কিংশুক, বৃষ ইত্যাদি।

ভূমিকা

"ভারতী কালিদাসস্য দুর্ব্যাখ্যা বিষমূর্ছিতা।
এষা সঞ্জীবিনী টীকা তামদ্যোজ্জীবয়িষ্যতি ।।"[১]

মহাকবি কালিদাসের বাণী যখন দুর্ব্যাখ্যার বিষে মূর্ছিত ছিল তখন তাকে সেই বিষবাষ্প থেকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যেই মল্লিনাথ 'সঞ্জীবিনী' টীকা রচনা করেন। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গিতে অর্থাৎ অন্বয়মুখে প্রতিটি শ্লোককে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন।[২] এক্ষেত্রে তিনি টীকায় ব্যাকরণাদি বিষয়গুলির আলোচনা যেমন করেছেন তেমনি বিভিন্ন কোষগ্রন্থ থেকেও উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। এর ফলে মহাকবির

কাব্যিক ভাষা দুর্ব্যাখ্যার বিষ হতে মুক্ত হয়ে সহজ, সরল, সুখ বোধ্য ভাষায় পরিণত হয়েছে। প্রত্যেকটি প্রাণীর ভাবাবেগের পরিপ্রকাশের ধারাকে আমরা ভাষা বলি। এই ভাষা ব্যাকরণের মাধ্যমেই সুষ্পষ্ট, শুদ্ধ ও সুললিত হয়ে থাকে। সেই কারণে ধরণীতলে কথিত প্রত্যেকটি ভাষার ব্যাকরণ হল আত্মাস্বরূপ। সেই সঙ্গে অভিধান বা কোষগ্রন্থও সকল ভাষার ইতিহাসে অতীব প্রয়োজনীয় তথা মূল্যবান গ্রন্থ। ব্যাকরণ যেমন শব্দানুশাসন অর্থাৎ ধাতু, প্রকৃতি, প্রত্যয় প্রভৃতি নির্দেশ করে শব্দের সাধুত্ব প্রদর্শন করে, শব্দকোষ বা অভিধানও তেমনি 'নামানুশাসন' বা 'নামলিঙ্গানুশাসন' অর্থাৎ নাম বা লিঙ্গ নির্দেশপূর্বক অর্থের অনুশাসন বা অভিধান করে। তবে ব্যাকরণে কেবলমাত্র সাধু শব্দের ব্যুৎপত্তি আলোচিত হয়ে থাকে, অভিধানে কিন্তু ব্যাকরণসিদ্ধ সাধুশব্দ ছাড়াও লোকব্যবহারে প্রচলিত অসাধু শব্দও সংকলিত হয়ে থাকে। মল্লিনাথ নামানুশাসন ও শব্দানুশাসন এই উভয় বিষয়েই পারাবারপারীণ ছিলেন। তাই তিনি 'রঘুবংশ' মহাকাব্যের 'সঞ্জীবিনী' টীকায় ব্যাকরণাদি বিষয়গুলি আলোচনার সাথে সাথে 'অমরকোষ', 'অভিধানরত্নমালা', 'বৈজয়ন্তী', 'শাশ্বতকোশ', 'বিশ্বপ্রকাশ' ইত্যাদি কোষগ্রন্থ থেকেও অজস্র উদ্ধৃতি গ্রহণ করে রঘুবংশের অর্থকে যেমন স্পষ্ট করেছেন তেমনি তাঁর টীকাকেও আরও সুসমৃদ্ধ ও জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

সংস্কৃত ভাষায় সঙ্কলিত অভিধান গ্রন্থগুলির মধ্যে অমরসিংহ প্রণীত 'অমরকোষ' বহুল প্রচলিত এবং বিদ্বজ্জনের দ্বারা সমাদৃত। গ্রন্থকার অমরসিংহ কিংবদন্তী প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় নবরত্নের অন্যতম রত্ন ছিলেন। তিনি ধর্মে ছিলেন বৌদ্ধ। গবেষকদের মতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চমশতক তাঁর আবির্ভাবকাল। যদিও তাঁর কাল নির্ধারণে অনেক বিতর্ক বিদ্যমান। যাইহোক 'রঘুবংশ' মহাকাব্যের অর্থ বোধের ক্ষেত্রে এই কোষগ্রন্থের ভূমিকা অপরিসীম। কারণ ব্যাখ্যাকার মল্লিনাথ অধিকাংশ শ্লোকেই এমনকি প্রয়োজন বোধে একই শ্লোকেই একাধিকপদের অর্থ স্পষ্টার্থের নিমিত্ত একাধিকবার অমরকোষ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এইভাবে দেখা যাচ্ছে কোষগ্রন্থগুলির মধ্যে 'অমরকোষ' থেকেই তিনি সর্বাধিক উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে অমরকোষের সব উদ্ধৃতি গুলির প্রামাণ্যতা বিচার করলে শোধপত্রের কলেবর অতিমাত্রায় বৃদ্ধি হয়ে যাবে। সেকারণে অতিবিস্তৃতি পরিহারের নিমিত্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃতির প্রামাণিকতা এখানে বিচার করা হল। যথা-

- প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ ।(১.৩)

বামন

সঞ্জীবিনী- ব্যাখ্যাকার মল্লিনাথ 'বামন' শব্দের অর্থ নির্ণয় প্রসঙ্গে তাঁর 'সঞ্জীবিনী' টীকায় বলেছেন - বামনঃ খর্ব ইব। ''খর্বো হ্রস্বশ্চ বামনঃ'' ইত্যমরঃ।

মল্লিনাথ 'বামন' শব্দের অর্থ করেছেন 'খর্ব'। এবিষয়ে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য 'অমরকোষ' থেকেও উদ্ধৃতি দিয়েছেন। উদ্ধৃতিটি হল - ''খর্বো হ্রস্বশ্চ বামনঃ'' ইত্যমরঃ।[৩] অমরকোষেও দেখা যাচ্ছে, বামন শব্দের খর্ব, হ্রস্ব এই দুই অর্থ উল্লিখিত রয়েছে। মল্লিনাথ এই দ্বিবিধ অর্থের মধ্যে 'খর্ব' অর্থটি এখানে গ্রহণ করেছেন।

- ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্ । (১.৭)

ত্যাগায়

সঞ্জীবিনী- মল্লিনাথ উক্ত শ্লোকস্থ 'ত্যাগায়' শব্দটির অর্থ নিরুপণ প্রসঙ্গে তাঁর 'সঞ্জীবিনী' টীকায় বলেছেন – ত্যাগায় সৎপাত্রে বিনিয়োগস্ত্যাগোস্তস্মৈ । ''ত্যাগো বিহাপিতং দানম্'' ইত্যমরঃ ।

মল্লিনাথ এখানে 'ত্যাগ' শব্দের সৎপাত্রে বিনিয়োগ বা দান করা এরূপ অর্থ দেখিয়েছেন। এবিষয়ে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য 'অমরকোষ' থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন। উদ্ধৃতিটি হল – '''ত্যাগো বিহাপিতং দানম্'' ইত্যমরঃ। এবিষয়ে সম্পূর্ণ শ্লোকটি হল –

> ''ত্যাগো বিহাপিতং দানমুৎসর্জ্জনবিসর্জ্জনে।
> বিশ্রাণনং বিতরণং স্পর্শনং প্রতিপাদনম্।
> প্রাদেশনং নির্ব্বপণমপবর্জ্জনমংহতিঃ ।।''[৪]

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, অমরকোষেও পুংলিঙ্গ 'ত্যাগ' শব্দটির বাচক শব্দরূপে দান , বিহাপিত, উৎসর্জ্জন, বিসর্জ্জন, বিশ্রাণন, বিতরণ, স্পর্শন, প্রতিপাদন, নির্ব্বপণ, অপবর্জ্জন, অংহতি এই অর্থসমূহের উল্লেখ আছে। উক্ত বাচক শব্দগুলির মধ্যে অংহতি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ আর অবশিষ্ট শব্দগুলি ক্লীবলিঙ্গ শব্দ। মল্লিনাথ এই অর্থগুলির মধ্যে 'ত্যাগ' শব্দের 'দান' অর্থটি এখানে গ্রহণ করেছেন।

- প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।(১.১৮)

বলিম্

সঞ্জীবিনী- বলিং করম্। 'ভাগধেয়ঃ করো বলিঃ' ইত্যমরঃ।

মল্লিনাথ 'বলি' শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তাঁর টীকায় বলেছেন – 'বলিং করম্' অর্থাৎ 'বলি' শব্দের তিনি অর্থ করেছেন 'কর'। এবিষয়ে তিনি নিজ মত সমর্থনের জন্য 'অমরকোষ' থেকেও উদ্ধৃতি দিয়েছেন । উদ্ধৃতিটি হল - ''ভাগধেয়ঃ করো বলিঃ'' ইত্যমরঃ।[৫] এখানেও দেখা যাচ্ছে যে, পুংলিঙ্গ বলি শব্দের ভাগধেয়, কর এই দুইটি অর্থ করা হয়েছে। এই শব্দ দুটি পুংলিঙ্গ শব্দ। মল্লিনাথ এই দ্বিবিধ অর্থের মধ্যে 'বলি' শব্দের 'কর' অর্থটি এখানে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং বলা যায় যে, মল্লিনাথ কৃত অর্থটির প্রামাণ্যতা বিদ্যমান।

- তস্য সংবৃত্তমন্ত্রস্য গুঢ়াকারেঙ্গিতস্য চ।(১.২০)

মন্ত্র

সঞ্জীবিনী – সংবৃতমন্ত্রস্য গুপ্তবিচারস্য। 'বেদেভেদে গুপ্তিবাদে মন্ত্রঃ' ইত্যমরঃ।

মল্লিনাথ পুংলিঙ্গ 'মন্ত্র' শব্দটির অর্থ করেছেন 'গুপ্তবাদ' অর্থাৎ 'গোপনে কর্তব্যাবধারণ'। এটি পুংলিঙ্গ শব্দ। এবিষয়ে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের নিমিত্ত 'অমরকোষ' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন-''বেদেভেদে গুপ্তিবাদে মন্ত্রঃ'' ইত্যমরঃ।[৬] দেখা যাচ্ছে, অমরকোষেও মন্ত্র শব্দের অর্থ করা হয়েছে- বেদবিশেষ, গুপ্তিবাদ। মল্লিনাথ এই দ্বিবিধ অর্থের মধ্যে 'মন্ত্র' শব্দের 'গুপ্তিবাদ' অর্থটি এখানে গ্রহণ করেছেন।

- তং বেধা বিদধে নূনং মহাভূতসমাধিনা।(১.২৯)

বেধা

সঞ্জীবিনী -বেধাঃ স্রষ্টা। 'স্রষ্টা প্রজাপতির্বেধা' ইত্যমরঃ।

মল্লিনাথ 'বেধা' শব্দের অর্থ করেছেন 'স্রষ্টা'। তিনি তাঁর এরূপ অর্থ করণের স্বপক্ষে 'অমরকোষ' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন – 'স্রষ্টা প্রজাপতির্বেধা' ইত্যমরঃ। এক্ষেত্রে অমরকোষে উল্লিখিত সমগ্র অংশটি হল–

> ''ব্রহ্মাত্মভূঃ সুরজ্যেষ্ঠঃ পরমেষ্ঠী পিতামহঃ।
> হিরণ্যগর্ভো লোকেশঃ স্বয়ম্ভূশ্চতুরাননঃ।।
> ধাতাব্জযোনির্দ্রুহিণো বিরিঞ্চিঃ কমলাসনঃ।
> স্রষ্টা প্রজাপতির্ব্বেধা বিধাতা বিশ্বসৃগ্বিধিঃ।।''[৭]

অমরকোষে উল্লিখিত ব্রহ্মার বাচক শব্দগুলি হল – ব্রহ্মন্, আত্মভূ, সুরজ্যেষ্ঠ, পরমেষ্ঠিন্, পিতামহ, হিরণ্যগর্ভ, লোকেশ, স্বয়ম্ভূ, চতুরানন, ধাতৃ, অব্জযোনি, দ্রুহিণ, বিরিঞ্চি, কমলাসন, স্রষ্টৃ, প্রজাপতি, বেধস্, বিধাতৃ, বিশ্বসৃজ্, বিধি। এগুলি সবই পুংলিঙ্গ শব্দ। মল্লিনাথ এই নামগুলির মধ্যে 'স্রষ্টা' নামটি এখানে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং বলা যায় যে, মল্লিনাথ কৃত অর্থটির প্রামাণিকতা রয়েছে।

- উপপন্নং ননু শিবং সপ্তস্বঙ্গেষু যস্য মে।(১.৬০)

ননু

সঞ্জীবিনী- নন্ববধারণে। 'প্রশ্নাবধারণানুজ্ঞানুনয়ামন্ত্রণে ননু' ইত্যমরঃ।

মল্লিনাথ এখানে 'ননু' পদটিকে 'অবধারণ' অর্থে গ্রহণ করেছেন। এবিষয়ে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য 'অমরকোষ' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন- 'প্রশ্নাবধরণানুজ্ঞানুনয়ামন্ত্রণে ননু' ইত্যমরঃ।[৮] 'ননু' পদটি অমরকোষে প্রশ্ন, অবধারণ, অনুজ্ঞা, অনুনয় এবং আমন্ত্রণ অর্থে উল্লিখিত হয়েছে। মল্লিনাথ উক্ত অর্থসমূহের মধ্যে 'অবধারণ' অর্থটি এখানে গ্রহণ করেছেন।

- ন প্রকামভুজঃ শ্রাদ্ধে স্বধাসংগ্রহতৎপরাঃ।(১.৬৬)

প্রকাম

সঞ্জীবিনী – প্রকামভুজঃ পর্য্যাপ্তভোজিনো ন ভবন্তি নূনং সত্যম্। 'কামং প্রকামং পর্য্যাপ্তম্' ইত্যমরঃ।

মল্লিনাথ এখানে 'প্রকাম' পদটির অর্থ করেছেন 'পর্য্যাপ্ত'। এবিষয়ে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য 'অমরকোষ' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন- 'কামং প্রকামং পর্য্যাপ্তম্' ইত্যমরঃ। এক্ষেত্রে অমরকোষের সম্পূর্ণ উদ্ধৃতিটি হল – 'কামং প্রকামং পর্য্যাপ্তং নিকামেষ্টং যথেপ্সিতম্।'[৯] অর্থাৎ 'প্রকাম' পদটির কাম, পর্য্যাপ্ত, নিকাম, ইষ্ট এবং যথেপ্সিত এই অর্থগুলি অমরকোষে উল্লিখিত হয়েছে। এই শব্দগুলি ক্লীবলিঙ্গ শব্দ। মল্লিনাথ উক্ত অর্থসমূহের মধ্যে 'পর্য্যাপ্ত' অর্থটি এখানে 'প্রকাম' শব্দের অর্থরূপে গ্রহণ করেছেন।

- উমাবৃষাঙ্কৌ শরজন্মনা যথা যথা জয়ন্তেন শচীপুরন্দরৌ।(৩.২৩)

শরজন্মনা

সঞ্জীবিনী - শরজন্মনা কার্ত্তিকেয়েন। 'কার্ত্তিকেয়ো মহাসেনঃ শরজন্মা ষড়াননঃ' ইত্যমরঃ।

ব্যাখ্যাকার মল্লিনাথ 'শরজন্মা' পদের অর্থ নির্ণয় প্রসঙ্গে তাঁর টীকায় বলেছেন –'শরজন্মনা কার্ত্তিকেয়েন'। অর্থাৎ তিনি 'শরজন্মা' পদের অর্থ করেছেন 'কার্ত্তিকেয়'। এবিষয়ে তিনি নিজমত সমর্থনের জন্য বলেছেন- ' কার্ত্তিকেয়ো

মহাসেনঃ শরজন্মা ষড়াননঃ' ইত্যমরঃ। এখানে অমরকোষে উল্লিখিত সম্পূর্ণ অংশটি হল –

''কার্ত্তিকেয়ো মহাসেনঃ শরজন্মা ষড়াননঃ।
পার্বতীনন্দনঃ স্কন্দঃ সেনানীরগ্নিভূর্গুহঃ।।
বাহুলেয়স্তারকজিদ্বিশাখঃ শিখিবাহনঃ।
ষাণ্মাতুরঃ শক্তিধরঃ কুমারঃ ক্রৌঞ্চদারণঃ।।''[১০]

অর্থাৎ অমরকোষে উল্লিখিত কার্ত্তিকেয়ের বাচক শব্দসমূহ হল - কার্ত্তিকেয়, মহাসেন, শরজন্মন্, ষড়ানন, পার্ব্বতীনন্দন, স্কন্দ, সেনানী, অগ্নিভূ, গুহ, বাহুলেয়, তারকজিৎ, বিশাখ, শিখিবাহন, ষাণ্মাতুর, শক্তিধর, কুমার, ক্রৌঞ্চদারণ। এগুলি পুংলিঙ্গ শব্দ। মল্লিনাথ এই নামগুলির মধ্যে থেকে 'শরজন্মা' শব্দের বাচক শব্দরূপে 'কার্ত্তিকেয়' নামটি এখানে গ্রহণ করেছেন।

- ফলেন সহকারস্য পুষ্পোদ্গম ইব প্রজাঃ।(৪.৯)

সহকারস্য

সঞ্জীবিনী- সহকারঃ অতিসৌরভঃ চূতঃ। 'আম্রশ্চূতো রসালোঽসৌ সহকারোঽতিসৌরভঃ' ইত্যমরঃ।

মল্লিনাথ এখানে 'সহকারঃ' পদটির অর্থ করেছেন 'অতিসৌরভঃ চূতঃ' অর্থাৎ 'অতি সুগন্ধযুক্ত আম্রবৃক্ষ'। এবিষয়ে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য 'অমরকোষ' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন -'আম্রশ্চূতো রসালোঽসৌ সহকারোঽতিসৌরভঃ' ইত্যমরঃ।[১১] অর্থাৎ অমরকোষে কথিত হয়েছে যে- আম্র, চূত, রসালো এগুলি আম্রবৃক্ষবাচক শব্দ এবং এই শব্দগুলি পুংলিঙ্গ শব্দ। আর অতিসুগন্ধযুক্ত আম্রবৃক্ষবাচক শব্দ হল 'সহকার'। এটিও পুংলিঙ্গ শব্দ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মল্লিনাথকৃত 'সহকার' শব্দের 'অতি সুগন্ধযুক্ত আম্রবৃক্ষ' অর্থটির প্রমাণিকতা রয়েছে।

- গুহাশয়ানাং সিংহানাং পরিবৃত্যাবলোকিতম্।(৪.৭২)

সিংহানাম্

সঞ্জীবিনী – সিংহানাং হরীণাম্। 'সিংহো মৃগেন্দ্রঃ পঞ্চাস্যো হর্য্যক্ষঃ কেশরী হরিঃ' ইত্যমরঃ।

মল্লিনাথ 'সিংহ'(সিংহ শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচন সিংহানাম্) শব্দের অর্থ করেছেন 'হরি'। এবিষয়ে তিনি 'অমরকোষ' থেকে উদ্ধৃত দিয়েছেন নিজমত সমর্থনের জন্য। উদ্ধৃতিটি হল– 'সিংহো মৃগেন্দ্রঃ পঞ্চাস্যো হর্য্যক্ষঃ কেশরী হরিঃ' ইত্যমরঃ।[১২] অর্থাৎ অমরকোষে উল্লিখিত সিংহবাচক শব্দ হল –সিংহ, মৃগেন্দ্র, কেশরী, পঞ্চাস্য, হর্য্যক্ষ, হরি। এগুলি পুংলিঙ্গ শব্দ। টীকাকার ওই বাচক শব্দগুলির মধ্যে 'সিংহ' শব্দের 'হরি' অর্থটি এখানে গ্রহণ করেছেন।

- কায়েন বাচা মনসাঽপি শশ্বদ্ যৎ সংভৃতং বাসবধৈর্যলোপি।(৫.৫)

শশ্বৎ

সঞ্জীবিনী- শশ্বদসকৃৎ। 'মুহুঃ পুনঃ পুনঃ শশ্বদভীক্ষ্ণমসকৃৎ সমাঃ' ইত্যমরঃ।

মল্লিনাথ 'শশ্বৎ' শব্দের অর্থ করেছেন 'অসকৃৎ'। এবিষয়ে তিনি 'অমরকোষ' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন নিজমত সমর্থনের জন্য। উদ্ধৃতিটি হল –'মুহুঃ পুনঃ পুনঃ শশ্বদভীক্ষ্ণমসকৃৎ সমাঃ' ইত্যমরঃ।[১৩] অর্থাৎ অমরকোষে উল্লিখিত 'শশ্বৎ' এর বাচক শব্দ হল –মুহুস্, পুনঃপুনর্, অভীক্ষ্ণ, অসকৃৎ । টীকাকার এখানে 'শশ্বৎ' শব্দের 'অসকৃৎ' অর্থটি গ্রহণ করেছেন।

- অথোপযন্ত্রা সদৃশেন যুক্তাং স্কন্দেন সাক্ষাদিব দেবসেনাম্।(৭.১)

সাক্ষাৎ

সঞ্জীবিনী – সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষম্। 'প্রত্যক্ষতুল্যয়োঃ' ইত্যমরঃ।

মল্লিনাথ 'সাক্ষাৎ' শব্দের অর্থ করেছেন 'প্রত্যক্ষ' । ব্যাখ্যাকার তাঁর এরূপ অর্থের স্বপক্ষে অমরকোষ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সেখানেও 'সাক্ষাৎ' শব্দের 'প্রত্যক্ষ' এবং 'তুল্য' এই দুটি অর্থ উল্লিখিত আছে। - 'প্রত্যক্ষতুল্যয়োঃ' ইত্যমরঃ।[১৪] টীকাকার এখানে 'সাক্ষাৎ' শব্দের 'প্রত্যক্ষ' অর্থটি গ্রহণ করেছেন।

- উপহিতং শিশিরাপগমশ্রিয়া মুকুলজালমশোভত কিংশুক।(৯.৩১)

কিংশুক

সঞ্জীবিনী – কিংশুকে পলাশবৃক্ষে । 'পলাশঃ কিংশুকঃ পর্ণঃ' ইত্যমরঃ।

মল্লিনাথ পুংলিঙ্গ 'কিংশুক' শব্দটির অর্থ করেছেন 'পলাশবৃক্ষ'। এটিও পুংলিঙ্গ শব্দ। ব্যাখ্যাকার তাঁর এরূপ অর্থের স্বপক্ষে 'অমরকোষ' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। উদ্ধৃতিটি হল- 'পলাশঃ কিংশুকঃ পর্ণঃ' ইত্যমরঃ।[১৫] এখানেও 'কিংশুক' শব্দের বাচকশব্দরূপে 'পলাশ' শব্দের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও 'পর্ণ' শব্দটিও 'কিংশুক' এর বাচক শব্দ। অতএব মল্লিনাথ কৃত অর্থটির প্রামাণ্যতা বিদ্যমান একথা বলা যায়।

➢ বৃষেব পয়সাং সারমাবিষ্কৃতমুদন্বতা।(১০.৫২)

বৃষা

সঞ্জীবিনী- বৃষা বাসব ইব। 'বাসবো বৃত্রহা বৃষা' ইত্যমরঃ। মল্লিনাথ 'বৃষা' শব্দের অর্থ করেছেন 'বাসব' অর্থাৎ 'ইন্দ্র'। ব্যাখ্যাকার তাঁর এরূপ অর্থ করণের স্বপক্ষে 'অমরকোষ' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন - 'বাসবো বৃত্রহা বৃষা' ইত্যমরঃ। এখানে অমরকোষস্থ সম্পূর্ণ অংশটি হল –

''ইন্দ্রো মরুত্বান্ মঘবা বিড়োজাঃ পাকশাসনঃ।
বৃদ্ধশ্রবাঃ সুনাসীরঃ পুরুহূতঃ পুরন্দরঃ।।
জিষ্ণুর্লেখর্ষভঃ শক্রঃ শতমন্যুর্দ্দিবস্পতিঃ।
সূত্রামা গোত্রভিদ্বজ্রী বাসবো বৃত্রহা বৃষা।।
বাস্তোষ্পতিঃ সুরপতির্ব্বলারাতিঃ শচীপতিঃ।
জম্ভভেদী হরিহয়ঃ স্বারাণ্ নমুচিসূদনঃ।
সংক্রন্দনো দুশ্চ্যবনস্তুরাসাণ্মেঘবাহনঃ।।
আখণ্ডলঃ সহস্রাক্ষ ঋভুক্ষা... ।''[১৬]

অর্থাৎ অমরকোষেও 'বৃষা' শব্দের বাচক শব্দরূপে 'বাসব' শব্দের উল্লেখ আছে। সুতরাং মল্লিনাথকৃত 'বৃষা' শব্দের 'বাসব' অর্থটি যুক্তিযুক্ত। এছাড়াও বৃষা অর্থাৎ ইন্দ্র শব্দের বাচক শব্দসমূহ হল – মরুত্বৎ, মঘবৎ, বিড়োজস্, পাকশাসন, বৃদ্ধশ্রবস্, সুনাসীর, পুরুহূত, পুরুন্দর, জিষ্ণু, লেখষভ, শক্র, শতমন্যু, দিবস্পতি, সূত্রামন্, গোত্রভিদ্, বজ্রিন্, বৃত্রহন্, সুরপতি, বলারাতি, শচীপতি, হরিহয়, স্বারাজ, নমূচিসূদন্, সংক্রদন, দুশ্চ্যবন, তুরাসাহ্, মেঘবাহন, আখণ্ডল, সহস্রাক্ষ ইত্যাদি। এই শব্দগুলি পুংলিঙ্গ শব্দ।

উপসংহারঃ

পরিদৃশ্যমান এই জগত জ্ঞানের অনন্ত, অনিঃশেষ আধার। প্রতিনিয়তই আমরা এই জগত থেকে কিছু না কিছু জ্ঞান অর্জন করি। এই লব্ধ জ্ঞানকে আমরা ভাষা তথা শব্দের মাধ্যমেই প্রকাশ করি। সেজন্য শব্দবিদ্যার অনুশীলন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই শব্দবিদ্যার অপর নাম হল ব্যাকরণ। এই ব্যাকরণশাস্ত্রের মত কোষশাস্ত্রও শব্দবিদ্যার অপরিহার্য অঙ্গ। মল্লিনাথ এই উভয়শাস্ত্রেই পারদর্শী ছিলেন। দেখা যাচ্ছে, তিনি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে শ্লোকের প্রায় অধিকাংশ পদের অর্থ টীকায় লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পদের অর্থ স্পষ্টার্থের জন্য যেসব প্রতিশব্দ উল্লেখ করেছেন, সেগুলির সমর্থনে 'অমরকোষ' থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন। সেই উদ্ধৃতিগুলি বিচার করে দেখা যাচ্ছে, প্রতিটি উদ্ধৃতির প্রামাণিকতা রয়েছে। তবে তিনি কিছু কিছু উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় অংশটি টীকায় তুলে ধরেছেন। আমি এই শোধপত্রে সেই সমস্ত আংশিক উদ্ধৃতিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে উপস্থাপনা করেছি এবং সেই সঙ্গে প্রতিটি পদের লিঙ্গও এখানে নির্দেশ করেছি। এতে অর্থবোধের বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে বলে আমার ধারণা।

আরও দেখা যাচ্ছে, অমরকোষে কিছু কিছু পদের একাধিক সমার্থক শব্দের উল্লেখ রয়েছে, মল্লিনাথ সেই সব সমার্থক শব্দগুলির মধ্যে থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থটি গ্রহণ করেছেন। আবার কিছু ক্ষেত্রে একটি পদের একাধিক ভিন্নার্থক শব্দও অমরকোষে সংকলিত হয়েছে, মল্লিনাথ সেখান থেকে প্রয়োজনীয় অর্থটি গ্রহণ করেছেন। এর ফলে রঘুবংশের অর্থ বোধের পথ যেমন সুগম হয়েছে অপরদিকে তেমনি মল্লিনাথ নিজ কৃত অর্থের স্বপক্ষে প্রামাণ্যতা প্রদর্শন করতেও সক্ষম হয়েছেন। যা তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার নিদর্শন বহন করে। কোন বিদ্বান্ ব্যক্তিকে বিদ্বান্ বলে স্বীকার করা হয় যদি সেই ব্যক্তির ব্যাকরণ এবং কোষশাস্ত্রের উপর অধিকার থাকে। এটি সর্ববিদ্বান্ সম্মত মত। এই নিয়মানুসারে বলা যায় যে, মল্লিনাথ বহুমুখী পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। কারণ ব্যাখ্যাকার মল্লিনাথ ব্যাকরণশাস্ত্রের মত কোষশাস্ত্রেও যে নিষ্ণাত ছিলেন তা, উক্ত আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্টরূপে বোধগম্য হয়।

তথ্যসূত্রঃ

১.রঘু.প্রস্তাবনাংশ শ্লোক নং ৮.
২.'' ইহান্বয়মুখেনৈব সর্বে ব্যাখ্যায়তে ময়া ।
নামূলং লিখ্যতে কিঞ্চিন্নানপেক্ষিতমুচ্যতে ।।''(রঘু. প্রস্তাবনাংশ শ্লোক নং ৯.)
৩.অমরকোষ- দ্বিতীয় কাণ্ড, মনুষ্যবর্গ, পর্য্যায় ১৩০.
৪.ঐ. দ্বিতীয় কাণ্ড, ব্রহ্মবর্গ, পর্য্যায় ৭২.
৫.ঐ.দ্বিতীয় কাণ্ড, ক্ষত্রিয়বর্গ, পর্য্যায় -৬০
৬.ঐ.তৃতীয় কাণ্ড, নানার্থবর্গ, পর্য্যায় -৫১৬
৭. ঐ.প্রথম কাণ্ড, স্বর্গবর্গ, পর্য্যায়-৮
৮.ঐ.তৃতীয় কাণ্ড, নানার্থবর্গ, পর্য্যায়-৭৬৬
৯.ঐ.দ্বিতীয় কাণ্ড, বৈশ্যবর্গ, পর্য্যায়-১৬৩
১০.ঐ.প্রথমকাণ্ড, স্বর্গবর্গ, পর্য্যায়-৩০
১১.ঐ.দ্বিতীয় কাণ্ড, বনৌষধিবর্গ, পর্য্যায়-৮৮.
১২.ঐ.দ্বিতীয় কাণ্ড, সিংহাদিবর্গ, পর্য্যায়-১
১৩.ঐ.তৃতীয় কাণ্ড, অব্যয়বর্গ, পর্য্যায়-২
১৪,ঐ.তৃতীয় নানার্থবর্গ, পর্য্যায়-৭৫৪
১৫.ঐ.দ্বিতীয় কাণ্ড, বনৌষধিবর্গ, পর্য্যায়-৭৮
১৬.ঐ.প্রথম কাণ্ড, স্বর্গবর্গ, পর্য্যায়-৩১.

সহায়ক গ্রন্থসূচী

1. অমরকোশঃ – অমরসিংহ বিরচিত, বিশ্বনাথ ঝা সম্পাদিত , মোতীলাল বনারসীদাস, দিল্লী, পুণর্মুদ্রণ, ২০০২ ।
2. অমরকোষ বা অমরার্থ চন্দ্রিকা – অমরসিংহ বিরচিত, গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য সম্পাদিত , সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার , কলকাতা, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ।
3. খাটুয়া, কার্তিকচন্দ্র – মল্লিনাথ সমীক্ষা , সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৩।
4. গোপ, যুধিষ্ঠির – সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১০।
5. বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যবতী – মল্লিনাথের ব্যাকরণপ্রতিভা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, প্রথম প্রকাশ,২০০৮ ।
6. বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ – সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০০ ।
7. রঘুবংশম্ – কালিদাস বিরচিত, অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত , সদেশ, কলকাতা , প্রথম সংস্করণ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ ।
8. রঘুবংশম্(প্রথমঃ সর্গঃ) – কালিদাস বিরচিত, দেবকুমার দাস সম্পাদিত , সদেশ, কলকাতা , তৃতীয় প্রকাশ,১৪১৬ বঙ্গাব্দ ।
9. রঘুবংশ মহাকাব্য(সম্পূর্ণ)- কালিদাস বিরচিত, ধারাদত্ত মিশ্র কৃত সংস্কৃত ব্যাখ্যা এবং হিন্দী অনুবাদ, শ্রী জনার্দন পাণ্ডেয় কৃত উপোৎঘাত সহিত, মোতীলাল বনারসীদাস, দিল্লী, তৃতীয় পুণর্মুদ্রণ,২০১৪ ।